# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৯ সংখ্যা | ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৪ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১


## ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কার স্বৈরাচারী পদক্ষেপ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

'বিরোধী সাংসদরা দাবি করেছিলেন, ১৩ ডিসেম্বর লোকসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে বেহাল দশা দেখা গিয়েছিল তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দিন। এই দাবি সাংসদদের ন্যায্য এবং আইনগত অধিকার। কিন্তু তাঁদের দাবি মানার বদলে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে এর উত্তর দিয়েছে। কেবলমাত্র আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের যে কোনও দেশেই এমন ঘটনার নজির পাওয়া যাবে না। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে দেশে এখনও পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা যে অবশেষ পড়ে আছে তাকেও বিজেপি সরকার ধ্বংস করতে উদ্যত। বিজেপির লক্ষ্য দেশে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী শাসন আরও দৃঢ়ভাবে কায়েম করা।

আমরা এই চরম অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি ও সমস্ত সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি করছি। আমাদের আরও প্রশ্ন ৮৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি যে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী বহু ঢাকঢোল পেটালেন, তার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এমন গুরুতর গলদ থাকল কী করে, সে ব্যাপারে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবশ্যই বিবৃতি দিতে হবে। আমরা একই সাথে সমস্ত

*সাতের পাতায় দেখুন*

# সংসদে বিরোধীদের অস্তিত্বই মানতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় সংসদে এখন কীভাবে আইন পাশ হয়? সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে মানুষ কয়েকদিন ধরে দেখেছে সে দৃশ্য। একটার পর একটা বিল সংসদে পেশ করছেন নানা মন্ত্রী। স্পিকার ভোট চাইছেন, উপস্থিত সবাই হাত তুলছেন, মুহূর্তে পাশ হয়ে যাচ্ছে বিল।

এ গেল দৃশ্য, আর শব্দ! একযোগে সাংসদরা গলা মিলিয়েছেন 'মোদি মোদি' ধ্বনিতে। 'একতার' অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিল নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক? সারা পৃথিবীতেই সংসদে কোনও আইন পাশ করার জন্য যে আলোচনা হয় তাকে বলে 'ডিবেট', যার অর্থ বিতর্ক। কোথায় তা? তাহলে এ কেমন সংসদ, কেমন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান?

বিতর্ক ব্যাপারটাই ভারি অপছন্দ কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির। তাই এক এক করে ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে তারা সংসদ থেকে সাসপেন্ড করে দেওয়ার পর কয়েকটি মারাত্মক বিল পাশ করিয়ে নিলেন। তার মধ্যে রয়েছে ন্যায় সংহিতা দণ্ড সংহিতা বিল, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিল। পোস্ট অফিস ও টেলিকমিউনিকেশন বিলের মাধ্যমে নাগরিকের যে কোনও চিঠি ও ফোনে সরকারের আড়িপাতার অধিকার সংক্রান্ত বিল, প্রেস রেজিস্ট্রেশন আইনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিল তারা কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়ে লোকসভা বা রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিয়েছে। যে হাতে গোনা কয়েকজন বিরোধী সাংসদ ছিলেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা দিতে একশো-দেড়শো বিজেপি সাংসদ

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

## স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে রাজ্যে রাজ্যে গণস্বাক্ষর অভিযানে ব্যাপক সাড়া

### বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে

# অ্যাবেকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবন অভিযান

রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা অত্যধিক হারে ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ বাড়ানোর ফলে ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহক ও কৃষকেরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক হাজার ক্ষুদ্র শিল্প। কৃষি গ্রাহকেরা বিদ্যুৎ সংযোগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ২০ ডিসেম্বর বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার বাতিল, কৃষিতে বিনামূল্যে ও গৃহস্থে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং গ্রাহক স্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা বিদ্যুৎ দপ্তর অভিযান করে। কলকাতার বেলেঘাটা রাসমণি বাজারে হাজার হাজার গ্রাহক জমায়েত হয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন দপ্তর অভিযান করেন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

বিদ্যুৎমন্ত্রী মিনিমাম চার্জবৃদ্ধির কারণে ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষি গ্রাহকদের গভীর সংকটের সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান।

## পুলিশি রাষ্ট্র বানাতে চায় বিজেপি সরকার

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার নজিরবিহীন ভাবে ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার করে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় যেভাবে ভারতীয় পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড ও সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে 'দণ্ড সংহিতা এবং ন্যায় সংহিতার' নামে তিনটি বিল পাশ করিয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে লিগাল সার্ভিস সেন্টার। সংগঠনের সভাপতি সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত, সংগঠনের সম্পাদক কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ২১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির কাছে এক

*চারের পাতায় দেখুন*

# রাজি নন প্রধানমন্ত্রী

*একের পাতার পর*

একযোগে চিৎকার করে গেছেন, যাতে তাঁদের কোনও বক্তব্য শোনা না যায়। লোকসভা, রাজ্যসভায় 'পাশ', অতএব বিলগুলির ওপর বিজেপিরই একসময়কার নেত্রী বর্তমান রাষ্ট্রপতির দস্তখত পড়তেও কোনও সময় লাগার কথা নয়।

বিরোধী সাংসদদের অপরাধ কী ছিল? তাঁদের দাবি ছিল, ১৩ ডিসেম্বর লোকসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে গুরুতর গলদ দেখা গিয়েছিল সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিন। এতবড় একটা ঘটনার পর যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হওয়া উচিত ছিল। একজন সাংসদ তাঁর ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত অধিকারের জোরেই এই বিবৃতি দাবি করবার অধিকারী। সরকার কোনও অজুহাতেই তা অস্বীকার করতে পারে না। এ ছাড়াও সংসদ চলাকালীন দেশের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মন্ত্রীদের কথা বলতে হলে সর্বপ্রথম সংসদে দাঁড়িয়েই বলাটা সর্বজনস্বীকৃত গণতান্ত্রিক রীতি। অথচ ১৩ ডিসেম্বরের ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন, কিন্তু সংসদে কোনও বিবৃতি দেওয়ার কথায় কর্ণপাতও করলেন না। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী সাংসদরা ক্ষোভের সাথে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, প্ল্যাকার্ড হাতে লোকসভা, রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

সরকারপক্ষ যেন এ জন্য তৈরি হয়েই বসেছিল। তারা গণহারে বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করতে শুরু করে। এ ব্যাপারে লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান যে ভূমিকা নিয়েছেন তাকে নিরপেক্ষ বলা তো দূরের কথা, তাঁরা যেন ক্ষমতাসীন দলের একজন হিসাবেই কাজ করে গেছেন। যে কারণে ১৪৬ জন সাংসদ সাসপেন্ড হওয়ার পর টিকে থাকা মুষ্টিমেয় বিরোধী সাংসদদের সাথে বিজেপির প্রতিনিধিরা যে অশোভন ব্যবহার করেছেন তা সভার নেতা হিসাবে তাঁদের চোখে এতটুকু খারাপ লাগেনি।

একটা সামান্য বিবৃতি দিতে বিজেপি নেতৃত্ব এতটা নারাজ কেন? যা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে কিংবা দলীয় সভায় বলেছন, সেই কথাগুলোই সংসদের ভেতরে বললে অসুবিধা কী ছিল? আসলে বিজেপি বার্তা দিতে চেয়েছে গণতন্ত্রে বিরোধীদের কোনও অস্তিত্বটাই তারা মানে না। প্রধানমন্ত্রী যখন বিরোধী সাংসদের সংখ্যা আরও কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেন, দেশের মানুষের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যায় গণতন্ত্রের মন্দির বলে তিনি সংসদের সিঁড়িতে যতই প্রণাম করুন না কেন, বাস্তবে তাঁর চিন্তায় গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই, অস্তিত্ব নেই কোনও বিরোধী স্বরের প্রতি মর্যাদার।

বিরোধীদের বার করে দিয়ে ১২ মিনিটে দুটি বিল পাশের রেকর্ড গড়েছে উপরাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন রাজ্যসভা। লোকসভাতেও কোনও বিতর্ক ছাড়াই একাধিক বিলে সিলমোহর পড়ে গেছে। এর আগেও কৃষক বিরোধী তিনটি আইন, বনসংরক্ষণ আইন সহ বহু আইনই সংসদে পাশ হয়ে গেছে কোনও আলোচনা ছাড়াই। আলোচনা ছাড়া বিল পাশে পূর্বসূরী কংগ্রেস সরকারকেও বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে বিজেপি। এমনকি ২০১৪ থেকে বিজেপি সরকার সংসদে সামান্য কয়েকটা ছাড়া কোনও বিলকেই স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পাঠায়নি। কোনও বিল সংসদে পাশ করানোর আগে তার পর্যাপ্ত পর্যালোচনার দরকার তারা বোধই করে না। বিজেপি সরকার কোভিড লকডাউন চলার সুযোগে কোনও আলোচনা ছাড়াই যেভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তা তাদের স্বৈরাচারী চরিত্রকে নগ্ন করে দেখিয়েছে আগেই।

ভারতে আজ ক্ষয় পেতে পেতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাটুকু যা টিকে আছে বিজেপি তার রেশটুকুও মুছে দিতে চলেছে। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, বর্তমান যুগে সমস্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ফ্যাসিবাদ একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই দেখা দেয়। ভারতের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি সংসদীয় ব্যবস্থার খোলসের আড়ালে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমের চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করে চলেছে। বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে বিজেপি এখন সেই প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করে তুলেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে বিজেপি আজ কোনও গণতান্ত্রিক রীতিরই তোয়াক্কা করছে না, প্রায় সমস্ত বিরোধী সাংসদকে গায়ের জোরে বার করে দেওয়া, মনগড়া অভিযোগে বিরোধী সাংসদকে বহিষ্কার পর্যন্ত করার সাহস দেখাচ্ছে।

তারা যে এই ঔদ্ধত্য দেখাতে পারছে তার অন্যতম কারণ, দেশে বিকল্প বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ কার্যত অনুপস্থিত। এই দুর্বলতার কারণেই নরেন্দ্র মোদির সরকারের গণতন্ত্র হত্যার ন্যক্কারজনক কাজগুলিও রাজনীতিতে অসচেতন জনগণের একটা অংশের কাছে দুঃখজনক ভাবে বীরত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারছে। মোদি সরকারের আর্থিক নীতি, একচেটিয়া মালিক তোষণ নীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ কম নয়। অথচ তা আন্দোলনের রূপ নেওয়া দূরে থাক জনগণের ঘাড়ের ওপর নামিয়ে আনা সর্বনাশা নীতির আক্রমণ, মানুষের সমস্ত ধরনের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টাকেও একদল বৃহৎ সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে নরেন্দ্র মোদির অপরাজেয় শক্তির পরিচয় হিসাবে। অসহায় সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেয়েও পথ পাচ্ছে না। কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলিও বিজেপির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির সাথে প্রতিযোগিতার তাগিদে একই ধরনের সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতির গোলকধাঁধাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে বিজেপি-আরএসএস যে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির বিষ দেশে ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠার কাজটা বাধা পাচ্ছে।

এই স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা ছিল যাদের, সেই কমিউনিস্ট নামধারী বৃহৎ দলগুলিও তাকিয়ে আছে সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দিতে কিছুটা বাড়তি সুযোগের আশায়। তাদের নেতারা বুঝতেই চাইছেন না, বিজেপির এই তীব্র আক্রমণ থেকে গণতন্ত্রের রেশটুকুকেও রক্ষা করতে গেলে সংসদে এমপি-র হিসাব মোলানোর খাতা থেকে মুখ তুলে আন্দোলনের পথের দিকে তাকাতে হবে। যদিও তাঁদের চোখের সামনে উদাহরণ রেখে গেছে এক বছর ধরে চলা দিল্লির কৃষক আন্দোলন। তাঁরা বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করেননি, সেই আন্দোলন জয়ী হতে পেরেছে কোন শক্তির জোরে! সেই আন্দোলন এই চরম স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারকে মাথা নত করাতে পেরেছে কোনও ভোট রাজনীতি, কোনও এমপি সংখ্যার জোরে নয়। জয়ী হয়েছে জনগণের দৃঢ় সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের শক্তির জোরে। আজ বিজেপির আনা সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদের কণ্ঠ উঠছে। বহু ক্ষেত্রে তারা এই নীতি চালু করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে সচেতন মানুষের কাছ থেকে।

এই উদাহরণ আগেও দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা আন্দোলনে, বাসভাড়া বৃদ্ধি, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে। এমএলএ, এমপির সংখ্যার জোরে এই আন্দোলনগুলো জেতেনি, জিতেছে এসইউসিআই(সি)-র সঠিক রাজনীতি এবং আন্দোলনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গণকমিটির মধ্য দিয়ে সমাজের নানা স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আজ বিজেপি অধিকাংশ বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে দিয়ে যে আইনই পাশ করিয়ে নিক না কেন, তা কার্যকর করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রতিবাদী আন্দোলন। তাদের স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শাসনের গতিকে রুদ্ধ করতে হলে সমস্ত বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে আন্দোলনের শক্তিতেই তা করা সম্ভব। নানা জোটের জোড়াতালি দেওয়া ভোট রাজনীতির কৌশল এই কাজে অক্ষম।

কৌশলের থেকেও বড় শক্তি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের রুখে দাঁড়ানোর জোর। স্বৈরাচারের চোখে চোখ রেখে মানুষের রুখে দাঁড়ানোর শক্তির সামনে টিকতে পারে এমন স্বৈরাচারী শাসক দুনিয়ায় কোনও দিন জন্মায়নি।

## জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দীর্ঘদিনের কর্মী, শ্যামপুকুর-কাশীপুর লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড অমর রুদ্র ৭ ডিসেম্বর সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে অসুস্থ ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। পঞ্চাশের দশকে উত্তর কলকাতার সংগঠক প্রয়াত কমরেড বাদল মুখার্জীর মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। সেইসময় খাদ্য আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিলেন। শুরুর দিকে যখন দলের বিশেষ পরিচিতি ছিল না, তখন বিভিন্ন এলাকায় যে গুটিকয়েক পার্টিকর্মী দিনের পর দিন দলের পত্রপত্রিকা মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, দল পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজ নিরলস ভাবে করতেন, উত্তর কলকাতায় কমরেড অমর রুদ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি নিজে চাকরিজীবী ছিলেন। তা সত্ত্বেও দলের কর্মসূচিতে থাকা, মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করা, প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজে তিনি সাধ্যমতো যুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও তিনি পার্টির রাজনীতি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। দলের রাজনীতি এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে তিনি খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করতেন। যতক্ষণ না বুঝতে পারতেন, প্রশ্ন করতেন। অসুস্থ অবস্থায় যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন তখনও দলের বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর রাখতেন, দলের পত্রপত্রিকা পাওয়ার জন্য কমরেডদের বারবার ফোন করতেন এবং এলাকায় সংগঠনগত বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত দিতেন।

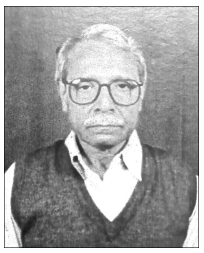

তাঁর জীবনাবসানে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

**কমরেড অমর রুদ্র লাল সেলাম**

# স্বৈরাচারী দণ্ড সংহিতা বিলের প্রতিবাদ আইনজীবীদের

সম্প্রতি লোকসভায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে কোনও রকম সংসদীয় রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে যে কায়দায় দণ্ড সংহিতার তিনটি বিল পাস করানো হল তার বিরুদ্ধে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টের আইনজীবীরা প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন। তাঁরা অবিলম্বে এই তিন কালা বিল বাতিলের দাবি জানান। বিলগুলি বাতিলের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

*ছবি ঃ মেদিনীপুর কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট*

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১০)

# কমিউনই সেই রাজনৈতিক রূপ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান গ্রহণ করতে পারে

*এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার দশম কিস্তি।*

## জাতীয় ঐক্য গঠন

"কমিউন যে জাতীয় সংগঠনকে বিকশিত করে তোলার সময় পায়নি, তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটির মধ্যেই স্পষ্ট করে বলা আছে যে, কমিউনকে হতে হবে এমনকি ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও রাজনৈতিক রূপ...।" কমিউনেরই প্যারিসে 'জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী'-কে নির্বাচিত করার কথা ছিল।

"অল্প কয়েকটি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলি তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল, সেগুলিকে চেপে দেওয়া হত না। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার করতেই এই চেপে দেওয়ার কথা বলা হত। বরং সে সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত কমিউনের কর্মচারীদের হাতে, সেই কাজের জন্য যাদের কঠোর জবাবদিহি করতে হত।

"জাতীয় ঐক্য ভাঙার কথা ছিল না, বরং কমিউনের সংবিধানের সাহায্যে তা সংগঠিত করা হত। যে রাষ্ট্রক্ষমতা, পরজীবী আঁচিলের মতো জাতির অঙ্গ থেকে উদ্গত হয়ে সেই জাতির থেকেই স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠতর বলে নিজেকে জাহির করত, তাকে ধ্বংস করার ফলে জাতীয় ঐক্য বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠত। কর্তব্য ছিল, পূর্বতন শাসকের নিছক নিপীড়ক সংস্থাগুলি কেটে বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ন্যায়সঙ্গত কাজগুলিকে সমাজের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী কর্তৃত্বের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে সমাজের দায়িত্বশীল কার্যনির্বাহকদের হাতে তুলে দেওয়া।"

এখনকার সুবিধাবাদী সোসাল ডেমোক্র্যাটরা মার্ক্সের এইসব বক্তব্যের অর্থ বুঝতে কতখানি ব্যর্থ হয়েছেন— আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে, যা তাঁরা বুঝতে চাননি— তা দলত্যাগী বার্নস্টাইন-এর লেখা 'সমাজতন্ত্রের মূল সূত্র ও সোসাল ডেমোক্র্যাসির কর্তব্য' নামক হেরোস্ট্র্যাটাস-মার্কা কুখ্যাত বইতে বেশ স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে।* উপরে উদ্ধৃত মার্ক্সের অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বার্নস্টাইন লিখছেন,

"রাজনৈতিক সারবস্তুর দিক থেকে প্রুধোঁর যুক্তরাষ্ট্রীয়তা (ফেডেরালিজম)-র সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই এর সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়। ... মার্ক্স ও পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর মধ্যে (বার্নস্টাইন পেটি-বুর্জোয়া কথাটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখেছিলেন যাতে তা বিদ্রুপের মত শোনায়) অন্যান্য সব বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারা যথাসম্ভব মিলে যাচ্ছে।"

বার্নস্টাইন তারপর লিখছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই বাড়ছে, কিন্তু "মার্ক্স ও প্রুধোঁ যা কল্পনা করেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রগুলির তেমন বিলোপ ও তাদের সংগঠনের সম্পূর্ণ রূপান্তর (প্রাদেশিক বা জেলা পরিষদ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে, এই প্রাদেশিক বা জেলা পরিষদগুলি আবার কমিউন থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে), যার ফলে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের আগেকার সব পদ্ধতিই পুরোপুরি অবলুপ্ত হবে— গণতন্ত্রের প্রথম কাজ সে রকম হবে কি না, এ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।" (বার্নস্টাইন, 'মূলসূত্র', জার্মান সংস্করণ, ১৮৯৯, পৃঃ ১৩৪ ও পৃঃ ১৩৬)।

"মার্ক্সের 'পরজীবী রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসে'র মতবাদকে প্রুধোঁর যুক্তরাষ্ট্রীয়তার মতের সাথে এইভাবে গুলিয়ে ফেলা সত্যিই বীভৎস ব্যাপার! কিন্তু এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, কারণ, সুবিধাবাদীর মাথাতে কখনই ঢোকে না যে, মার্ক্স এখানে আদৌ কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার কথা বলছেন না। বলছেন, সমস্ত বুর্জোয়া দেশে প্রচলিত পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের কথা।

সুবিধাবাদীর মাথায় ঢোকে শুধু সেইটুকু, যা তিনি তার চারিপাশে পেটি-বুর্জোয়া গতানুগতিকতা ও 'সংস্কারবাদী' অচলতার পরিবেশে দেখেন, অর্থাৎ শুধু 'মিউনিসিপ্যালিটি'! শ্রমিক বিপ্লবের কথাটা ভাবতে পর্যন্ত সুবিধাবাদী ভুলে গেছে।

হাস্যকর ব্যাপারই বটে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই বিষয়টিতে বার্নস্টাইনের কথার প্রতিবাদ কেউই করেননি। অনেকেই, বিশেষভাবে রুশ লেখাপত্রে প্লেখানভ এবং ইওরোপীয় রচনায় কাউটস্কি, বার্নস্টাইনের যুক্তি বহুবার যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডন করেছেন, কিন্তু বার্নস্টাইন যে মার্ক্সকে এইভাবে বিকৃত করেছেন, সে বিষয়ে এঁদের কেউ কোনও কথা বলেননি।

বিপ্লবীর মতো করে চিন্তা করতে এবং বিপ্লব নিয়ে মাথা ঘামাতে সুবিধাবাদীরা এতটাই ভুলে গেছে যে, 'যুক্তরাষ্ট্রীয়তা'-র মতবাদ সে মার্ক্সের নামে আরোপ করে এবং নৈরাজ্যবাদের প্রবর্তক প্রুধোঁর সাথে মার্ক্সকে গুলিয়ে ফেলে। আবার কাউটস্কি ও প্লেখানভ যাঁরা নিজেদের গোঁড়া মার্ক্সবাদী বলেন, তাঁরাও এই বিষয়ে নীরব! মার্ক্সবাদ ও নৈরাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে মতামতের চরম অপব্যাখ্যার অন্যতম মূল এইখানেই, যা কাউটস্কিপন্থী ও সুবিধাবাদীদের বৈশিষ্ট্য। আমরা পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করব।

কমিউনের অভিজ্ঞতা নিয়ে মার্ক্সের যে বক্তব্য আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার নামগন্ধও নেই। ঠিক যে বিষয়টিতে মার্ক্স, প্রুধোঁর সাথে একমত ছিলেন, সেটি সুবিধাবাদী বার্নস্টাইন দেখতে পাননি। বার্নস্টাইন যে-বিষয়ে মার্ক্স ও প্রুধোঁর মধ্যে মতৈক্য লক্ষ করেছেন, ঠিক সেই বিষয়েই প্রুধোঁর সঙ্গে মার্ক্সের মতবিরোধ ছিল।

প্রুধোঁর সঙ্গে মার্ক্সের মিল এখানে যে, তাঁরা দুজনেই আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্র 'ধ্বংস করা'র পক্ষে। মার্ক্সবাদ এবং নৈরাজ্যবাদ (প্রুধোঁ ও বাকুনিন উভয়ের)-এর মধ্যে এই মিলটা কাউটস্কিপন্থী কিংবা সুবিধাবাদীরা কেউই দেখতে চায় না, কারণ এই বিষয়ে তারা নিজেরাই মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

প্রুধোঁ ও বাকুনিন উভয়ের সাথে মার্ক্সের মত পার্থক্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয়তার (সর্বহারা শ্রেণির একাধিপত্যের কথা ছেড়ে দেওয়া গেল) প্রশ্নেই। নৈরাজ্যবাদের পেটি-বুর্জোয়া ধারণা থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়তা একটা নীতি হিসাবে আসে। মার্ক্স ছিলেন কেন্দ্রিকরণবাদী। উপরে মার্ক্সের যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, সেখানেও মার্ক্স কেন্দ্রিকতার ধারণা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি। রাষ্ট্র সম্পর্কে যাদের সংকীর্ণ 'কুসংস্কারাপন্ন বিশ্বাস' আছে, শুধু তারাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিনাশকে কেন্দ্রিকতার বিলোপ বলে ভুল করতে পারে।

আচ্ছা, যদি সর্বহারা শ্রেণি ও দরিদ্র কৃষককুল নিজের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে নেয়, কমিউনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে নিজেদের সংগঠিত করে এবং পুঁজির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে, পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে এবং রেলপথ, কল-কারখানা, জমি ইত্যাদির মালিকানা ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ে গোটা জাতি ও সমাজের হাতে তুলে দিতে তারা যদি সমস্ত কমিউনের কার্যকলাপকে ঐক্যবদ্ধ করে, তা হলে তা কি কেন্দ্রিকতা হবে না? সেটা কি সবচেয়ে সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হবে না? সেটাই কি সর্বহারা কেন্দ্রিকতা হবে না?

বার্নস্টাইন স্বেচ্ছামূলক কেন্দ্রিকতার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারেন না। ভাবতেই পারেন না যে, কমিউনগুলি স্বেচ্ছায় একটি জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, বুর্জোয়া শাসন ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সর্বহারা শ্রেণির কমিউনগুলি স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সমস্ত কূপমণ্ডুকের মতো বার্নস্টাইনও কেন্দ্রিকতাকে ভাবেন উপর থেকে আসা জিনিস হিসাবে যা কেবলমাত্র আমলাতন্ত্র ও সামরিক চক্রের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া ও বজায় রাখা সম্ভব।

ভবিষ্যতে তাঁর মতামতের বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা আগে থেকে বুঝেই যেন মার্ক্স এই কথায় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন যে, কমিউন জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করতে ও কেন্দ্রীয় শক্তির বিলোপ ঘটাতে চেয়েছিল বলে যে অভিযোগ, তা আসলে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার। বুর্জোয়া, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সচেতন, গণতান্ত্রিক, সর্বহারা শ্রেণির কেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে মার্ক্স ইচ্ছা করেই 'জাতির ঐক্য সংগঠিত করতে হবে' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু যে শুনবে না তার মতো বধির আর কেউ নেই। এবং আজকের দিনের সোসাল ডেমোক্রেসির সুবিধাবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংস, পরজীবী আঁচিল কেটে বাদ দেওয়ার কথা শুনতেই চায় না।

## পরজীবী রাষ্ট্রের বিলোপ

ইতিপূর্বেই আমরা এই বিষয়ে মার্ক্সের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, এখন তাঁর উপস্থাপনাটি সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। মার্ক্স লিখেছেন—

"সাধারণত সমস্ত সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টির ভাগ্যটা এমনই হয় যে, তার থেকে পুরনো, এমনকি অচল হয়ে পড়া কোনও সামাজিক রূপের সঙ্গে তার সামান্য কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেই এই নতুন সৃষ্টিকে পুরনোটারই প্রতিরূপ বলে ভুল করা হয়। এই যে নতুন কমিউন, যা আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে ভেঙে ফেলে, তাকেও একই ভাবে মধ্যযুগীয় কমিউনের নতুন জন্ম হিসাবে দেখানো হচ্ছে। ...এ যেন ছোট ছোট রাজ্যের মিলিত একটি যুক্তরাষ্ট্র (মন্তেস্কু ও জিরোন্ডিন যেমন মনে করতেন) ...এ যেন অতিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধেপুরনো সংগ্রামেরই একটি বর্ধিত রূপ।

সমাজের যে সমস্ত শক্তিকে শুষে খেয়ে সমাজের গায়ে পরজীবী আঁচিলের মতো এতদিন রাষ্ট্র বেঁচে থেকেছে ও সমাজের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে চলেছে, কমিউন রাষ্ট্রের গঠনের ফলে সমাজ সেই সমস্ত শক্তি ফিরে পেতে পারত। এই একটি মাত্র কাজের ফলেই ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়ে যেত।

... কমিউনের সংবিধান গ্রাম্য উৎপাদকদের নিয়ে আসত তাদের জেলার কেন্দ্রীয় শহরগুলির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের অধীনে। সেখানে শ্রমজীবীদের মধ্যে তারা তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক রক্ষকদের খুঁজে পেত। কমিউনের অস্তিত্বটাই জড়িয়ে আছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক স্বীকৃতির সাথে। কিন্তু অনাবশ্যক হয়ে পড়া রাষ্ট্রশক্তিকে সংযত করার জন্য তার আর প্রয়োজন হত না।" ('ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', পূর্বোক্ত ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৮১-৬২)

"আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে ভাঙা", এই "পরজীবী আঁচিল"-কে "কেটে বাদ দেওয়া" এর "বিনাশ", "রাষ্ট্রশক্তি তখন অনাবশ্যক"— কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ও যাচাই করবার সময় মার্ক্স রাষ্ট্র সম্পর্কে এই সব কথা ব্যবহার করেছেন।

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

### সারের কালোবাজারি প্রতিরোধে এআইকেকেএমএস-এর

# বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ

সারের কালোবাজারি ও স্মার্ট মিটার চালু করার প্রতিবাদে, সরকারি দামে ধলতা বিহীন ধান কেনা, ফসলের এমএসপি নির্ধারণ করে তা আইনসঙ্গত করা সহ এক গুচ্ছ দাবিতে ২১ ডিসেম্বর এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে ব্লকে ব্লকে অবরোধ, বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। সরকারি প্রশাসনের নাকের ডগায় মাসের পর মাস ধরে সারের কালোবাজারি রমরমিয়ে চলছে। সরকার চাষির কাছ থেকে ধান কেনার সময় নানাভাবে হয়রানি করছে এবং কুইন্টাল প্রতি ৭ কেজি পর্যন্ত ধলতা নিচ্ছে। গ্রামীণ মজুরদের কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই, তার উপর জবকার্ডধারী মজুরদের সরকারি কাজের হাজার হাজার টাকা মজুরি ২ বছরের উপর ধরে বকেয়া পড়ে রয়েছে।

আবার স্মার্ট মিটার চালু করে সরকার সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহক বিশেষ করে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর মারাত্মক আক্রমণ আনতে যাচ্ছে। এগুলির প্রতিবাদে ১৪ ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী সারা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হয় এবং নানা প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার থাকায় ২১ ডিসেম্বর মথুরাপুর ২ ব্লক অফিসের সামনে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ-অবরোধের কর্মসূচি নেওয়া হয়। পুলিশ আচমকা লাঠিচার্জ শুরু করে। ২ জন মহিলা কর্মী সহ মোট ৫ জন আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

আন্দোলনের চাপে উত্তর পরগণার হাবড়া ১-নম্বর ব্লকের বি ডি ও-র পক্ষ থেকে ২৩ ডিসেম্বর মাইক প্রচার করে এমআরপি রেটে সার বিক্রি করার নির্দেশ গোটা ব্লক জুড়ে ঘোষণা করা হয়। এটা আন্দোলনের বড় জয়। ৯ নভেম্বর কোচবিহারের ২ নং ব্লকের কৃষকরা এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে আন্দোলন করে এমআরপি রেটে সারের দাবি আদায় করেছেন। ফলে চাষিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, এরপরেও যদি কৃষক ও খেতমজুরদের দাবি মানা না হয়, তবে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যেতে আমরা বাধ্য হব।

# কালা শ্রমকোড বাতিল করো

# রাজ্য জুড়ে শ্রমিক বিক্ষোভ

কালা শ্রমকোড বাতিল, সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ রোধ, ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ ও ঠিকা প্রথা রদ, স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ নানা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে ১৫-২১ ডিসেম্বর দেশব্যাপী দাবি সপ্তাহ পালিত হয়। এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা-মহকুমা-ব্লকে বিভিন্ন সেক্টরের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন-মিছিল-অবরোধ সংঘটিত হয়। ২১ ডিসেম্বর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্যপাল ও রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। এই দিন শ্রমিকরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সভায় রেল, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, চা, স্কিম, পরিবহণ ইত্যাদি সেক্টর থেকে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে এক সুসজ্জিত মিছিল ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশে পৌঁছলে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে কালা শ্রম কোডের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর কাছে এবং অন্যতম সহ-সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে আর এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে দাবিপত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে দাবি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

# মিড ডে মিল কর্মীদের অবরোধ কল্যাণীতে

*সারা বছরের ও বাঁচার মতো বেতন, পিএফ, পেনশন, বোনাস সহ সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ২২ ডিসেম্বর সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, কল্যাণী মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এসডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী। মিছিল করে এসডিও অফিসের সামনের রাস্তা অবরোধ করেন তাঁরা।*

# পুলিশি রাষ্ট্র

*একের পাতার পর*

প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন, 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা', নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও 'ভারতীয় সাক্ষ্য বিল-২০২৩' সামগ্রিক অর্থে সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। সরকার যেভাবে পুলিশ রাষ্ট্র বানানোর জন্য তড়িঘড়ি এই বিলগুলি সংসদে পাশ করিয়ে নিয়েছে, তা দেশের নাগরিকদের কাছে গভীর ব্যথা ও দুঃখের।

তাঁরা ক্ষোভের সাথে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার চরম অগণতান্ত্রিক কায়দায় সাধারণ মানুষের অগোচরে, বর্তমান বা প্রাক্তন বিচারপতি, আইনজ্ঞ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনও মত না নিয়ে পেনাল কোড ও ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড বদলে দিয়েছে, তা জনগণ ও সংবিধানের প্রতি প্রতারণা। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছেন, এই বিল প্রত্যাহার করার জন্য যেন তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

# টিএমসিপি-র বাধা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও-র লেনিন স্মরণ

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহান দার্শনিক লেনিনের প্রয়াণ শতবর্ষে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০ ডিসেম্বর 'লেনিন ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার জন্য সুনির্দিষ্ট হলঘরের অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেওয়া সত্ত্বেও টিএমসিপি প্রবল চাপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে অনুমোদন বাতিল করতে। শেষে হলঘরের সামনের মাঠে প্রকাশ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্রছাত্রীরা টিএমসিপি-র বাধা উপেক্ষা করে প্রকাশ্য সভায় যোগ দেন। সভা চলাকালীন টিএমসিপি-র সদস্যরা এসে সভা ভণ্ডুলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ছাত্র সংহতি পত্রিকা এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক ফোরাম আয়োজিত এই আলোচনা সভায় আলোচক ছিলেন ছাত্র সংহতি পত্রিকার সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক ফোরামের পক্ষে আসিফ আলম, পূজা সরকার, বন্দনা লোহার সহ অন্যরা।

# জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে

# শিবপুরে কনভেনশন

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে বোটানিকাল-গার্ডেন আঞ্চলিক শিক্ষা কনভেনশন ১৬ ডিসেম্বর হাওড়ার শিবপুর এসএসপিএস বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ৭০ জন বিশিষ্ট মানুষ ও অভিভাবকদের উপস্থিতি এবং তথ্যপূর্ণ মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে কনভেনশন অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। মূল আলোচক অরিন্দম মৈত্র প্রাঞ্জল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুই শিক্ষানীতির সর্বনাশা আক্রমণ তুলে ধরেন। সভাপতি জয়ন্ত প্রসাদ গুপ্তের আলোচনা সকলকে ঋদ্ধ করে। আনিসুল করিমকে সভাপতি এবং সুরপতি প্রধান ও সন্তু মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে বোটানিকাল গার্ডেন আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

# ডিএ বৃদ্ধি ভিক্ষাতুল্য ঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে অবশেষে চার শতাংশ ডিএ ঘোষণা হল। এ ভিক্ষার সমতুল্য। ৩০ শতাংশ ডিএ বকেয়া, অথচ সেখানে মাত্র ৪ শতাংশ দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধায়ক মন্ত্রীদের হাজার হাজার টাকা বেতন ভাতা বাড়ছে, সেখানে এই সামান্য বৃদ্ধি অবসরপ্রাপ্তদের জীবনে কোনও সুরাহা আনবে না। আমাদের সুস্পষ্ট দাবি— অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

## বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা
# লেনিন স্মরণে কমিটি গঠন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও শিক্ষক, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে আশুতোষ ভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় (ছবি)। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও বিশেষ অতিথি ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক কুমার গাঙ্গুলী। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড শিবাজী দে। সভা থেকে 'কমরেড লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি, ভবানীপুর' গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেড সন্দীপ দত্ত ও কমরেড ফরিদা খাতুন।

এ দিনই ঢাকুরিয়া-কসবা-বালিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ঢাকুরিয়া বান্ধব সমাজ হলে মহান লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। সভায় প্রায় ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। কমরেড শংকর দাসকে সভাপতি ও কমরেড শুভাশীষ দাসকে সম্পাদক করে ১৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

২৩ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে এক সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ মাইতি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দেবাশীষ মাইতি। সভা থেকে 'মহান লেনিন মৃত্যু শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি' গঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে কমরেড কানাইলাল পাখিরা ও যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন কমরেড সুব্রত মাজী ও নিমাই বাগ।

# বিদ্যুৎকর্মীদের চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন

১৭ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশন (এআইপিএফ)-র চতুর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে (ডিভিসি এবং পিডিসিএল), সংবহন ও বন্টন বিভাগের সাথে যুক্ত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত, ঠিকা ও পার্ট-টাইম কর্মীদের অনুমোদিত সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে শ্রমিক কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড আনন্দ কিশোর ঘোষ। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব এবং দাবিসনদ সহ আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি ও রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা।

প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি কমরেড স্বপন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড দীপক দেব, রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র। কমরেড মানস সিনহাকে সভাপতি ও কমরেড কাশীনাথ বসাককে সম্পাদক করে ৩৫ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

# দিল্লি উপরাজ্যপালের দপ্তরের সামনে শ্রমিক বিক্ষোভ

*এ আই ইউ টি ইউ সি দিল্লি রাজ্য কমিটির ডাকে সব শ্রমিকের নিয়মিত বেতন, ন্যূনতম বেতনের গ্যারান্টি, সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন-পিএফের দাবিতে দিল্লির উপরাজ্যপালের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান হয় ২১ ডিসেম্বর। উপরাজ্যপালের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।*

# কাকোরি শহিদদের স্মরণ এলাহাবাদে

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার অন্যতম উজ্জ্বল ঘটনা কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা। এই ঘটনায় রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং রোশন সিং শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। ১৯ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের 'শ্রম হিতকারী কেন্দ্র গভর্নমেন্ট প্রেস' সভাগৃহে 'অধিবক্তা মঞ্চ এলাহাবাদ' শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'জরা ইয়াদ করো কুরবানি ...' এই বিষয়ের উপর বিশিষ্ট আইনজীবীরা আলোচনা করেন। তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার ইতিহাস নতুন করে লেখার উপর জোর দেন।

# আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভা

১৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতির প্রভাব' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়। আলোচনায় ১৪ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। আলোচনা করেন এআইডিএসও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি কমরেড শচীন জৈন।

# ত্রিপুরায় প্রশ্ন ফাঁস, এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

ত্রিপুরায় চলতি বছরে মাধ্যমিকের প্রি-বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধের দাবিতে ২২ ডিসেম্বর আগরতলায় মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেয় এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি। সংগঠন দাবি করে, পূর্বের সিপিএম সরকারের মতোই বর্তমান বিজেপি শাসনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।

# বারুইপুরে শ্রমিক সভা

শ্রমজীবী মানুষের উপর কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সর্বনাশা পদক্ষেপ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি ১৫-২১ ডিসেম্বর সারা ভারত দাবি সপ্তাহ পালন করে। বিভিন্ন সেক্টরে ও কর্মস্থলে ব্যাজ পরিধান ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের বারুইপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে ১৭ ডিসেম্বর বারুইপুর রেলগেট কালিতলা মোড়ে ব্যাজ পরিধান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড শম্পা পাল, আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিতা দাস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কমরেড জয়দেব সরকার, এআইইউটিইউসি-র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গৌর মিস্ত্রী এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেড সুমিত্রা সরকার।

## পাঠকের মতামত

# আমেরিকাতেও আন্দোলনের পথে শিক্ষকরা

খবরে জানা গেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত কয়েক সপ্তাহ জুড়ে শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন। যাঁরা কাজ করতে ভালোবাসেন, পড়াতে ভালোবাসেন, প্রচুর সেমিনার গবেষণা নিয়ে থাকেন, হঠাৎ সেই শিক্ষক-অধ্যাপকদের এমন লাগাতার আন্দোলনে নামার প্রয়োজন পড়ল কেন?

ইতিমধ্যেই বেতন কাঠামো সহ কয়েক দফা দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিক, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা একযোগে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। টানা এক সপ্তাহ চলে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি ক্যাম্পাস অচল এই শিক্ষক আন্দোলনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠনপাঠন গবেষণা প্রায় স্তব্ধ। ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি, সান ফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলস ক্যাম্পাসের শিক্ষকরাও ধর্মঘটে যুক্ত হয়েছেন। অভূতপূর্ব এই আন্দোলনের বার্তা ইতিমধ্যেই গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করলেও বলছেন, আমরা টাকা দেব কোথা থেকে? সরকার তো আমাদের টাকা দেয় না।

১২ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি ছাড়াও এক সেমেস্টার পর্যন্ত সন্তান পালনের ছুটি, সন্তানদের স্তন্যপান করানোর উপযোগী ব্যবস্থা, অধ্যাপকদের কাজের ভার কমানো, সকলের জন্য উপযুক্ত শৌচাগারের মতো পরিষেবার দাবি তাঁরা তুলেছেন। প্রসঙ্গত, উন্নততর বেতন কাঠামোর দাবিতে গত মাসেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। চলতি বছরে ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট, প্রতিবাদের ঘটনা ঘটে চলেছে। হলিউড অভিনেতা, লেখক, সাহিত্যিক, হোটেলকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীরাও ধর্মঘটে নেমেছিলেন। গত মার্চে লস অ্যাঞ্জেলসের হাজার হাজার স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অভূতপূর্ব কর্মবিরতি হয়েছিল।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ মার্কিন সরকারি নীতিকে দুষছেন। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে নষ্ট করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো বিষয়গুলো আজ তাদের আলোচনায়। ক্ষোভে, হতাশায় ফুঁসছেন তাঁরা।

জনগণের শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে একই। তা সে ধনী আমেরিকাই হোক কিংবা ভারত। আমেরিকার অনুকরণে এ দেশেও বিজেপি সরকারের আনা জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষার স্বাধিকার, অর্থ বরাদ্দ, পরিকাঠামো, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রশাসন যা কয়েক শতকের শ্রম, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনায় তৈরি, তার সমস্ত কিছুই ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে বিজেপি চালিত দেশের শিক্ষানীতি। এমনকি মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো একটি দপ্তরকে তারা লোপাট করে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়ন চাওয়া সোনার পাথরবাটি।

সিবিসিএস, সেমেস্টার, আইকেএস, বিজ্ঞানবিরোধী সিলেবাস, ইতিহাসের বিকৃতি, শিক্ষার বরাদ্দ কমানো, গবেষণার কেন্দ্রীকরণ, শিক্ষার্থীদের উপর খরচের বোঝা চাপানোর মতো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এ দেশে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছেন শিক্ষক-ছাত্রসমাজ। আমেরিকার শিক্ষকদের লাগাতার আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে— দেশে দেশে শিক্ষা ধ্বংসকারী সরকারি নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ গণআন্দোলনই একমাত্র রাস্তা।

**অধ্যাপিকা সোমা রায়**
ঢাকুরিয়া

# নির্যাতিত মহিলা কুস্তিগিরদের জন্য অবিলম্বে ন্যায়বিচারের দাবি এআইএমএসএসের

ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর সম্প্রতি যে দুঃখজনক ঘটনাগুলি ঘটে গেল, তাতে এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় কমিটি গভীর বেদনা প্রকাশ করেছে। ২৩ ডিসেম্বর সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি এক বিবৃতিতে বলেন, যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত কুস্তি ফেডারেশনের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় নির্যাতিত কুস্তিগিররা প্রবল হতাশ। তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনও আশা রইল না। কুস্তিতে অলিম্পিক মেডেলজয়ী সাক্ষী মালিক খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আরেক কুস্তিগির বজরং পুনিয়া ফিরিয়ে দিয়েছেন তাঁর পদ্মশ্রী খেতাব। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন যাঁরা, তাঁরাও যখন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন, তা বিশ্বের সামনে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট করে দেয়।

তিনি বলেন, বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টার কসুর করেনি। ব্রিজভূষণের শাস্তি ও পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারী কুস্তিগিরদের সঙ্গে দেখা করে ন্যায়বিচার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। যে নাবালিকা কুস্তিগির ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সংবাদে প্রকাশ, প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ যদিও এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য হয় এবং সংবাদমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী যৌন নির্যাতনের প্রমাণ সংগ্রহ করতেও সক্ষম হয়, তা সত্ত্বেও মহিলা কুস্তিগিরদের কাছে ন্যায়বিচার এখনও পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেছে।

এই অবস্থায় নির্যাতনে অভিযুক্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিটির ঘনিষ্ঠ একজনের কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই নির্যাতিতদের হতাশ করেছে। এই নির্বাচন শুধু নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা খর্ব করেছে তাই নয়, তাঁদের মান-মর্যাদা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাও জাগিয়েছে।

এআইএমএসএস দাবি করেছে, যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নির্যাতিতদের দ্রুত ন্যায়বিচার এবং নির্যাতনকারী ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে হবে। গভীর যন্ত্রণা থেকে সাক্ষী মালিক ও বজরং পুনিয়া যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, ন্যায়বিচারের জন্য দ্রুত উদ্যোগী হয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সেই কাজ থেকে বিরত করতে হবে। এর সঙ্গে এআইএমএসএস-এর দাবি, দেশের সমস্ত কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে খেলাধূলার জগতে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে নিজের কাজ করতে সক্ষম হন।

*মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে ২৩-২৪ ডিসেম্বর একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির হয়। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি*

# রাষ্ট্র ও বিপ্লব

*তিনের পাতার পর*

পঞ্চাশ বছরের কিছু কম সময় হল এই সব কথা লেখা হয়েছে। অথচ মার্ক্সের সঠিক তত্ত্ব জনসাধারণের গোচরে আনতে হলে আজ যেন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হয়। যে বিরাট বিপ্লবের কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মার্ক্সের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল, যে বিপ্লবকে পর্যবেক্ষণ করে মার্ক্স তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আজ তার পরবর্তী শ্রমিক বিপ্লবের সময় উপস্থিত, ঠিক তখনই মার্ক্সের সেই সিদ্ধান্তকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

"কমিউনের অর্থ অসংখ্য রূপে দেখা দিয়েছে। বহু জনের স্বার্থ এর মধ্য দিয়ে রূপ পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, কমিউন ছিল সর্বদিক থেকে নমনীয় একটি রাজনৈতিক রূপ। অন্য দিকে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত সরকারের রূপই ছিল মূলত দমন-পীড়নের। এর মূল কারণ, এই কমিউন ছিল মূলত শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব শাসনব্যবস্থা। অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করে যারা ভোগদখল করছে তাদের বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণির সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট ফল কমিউন। কমিউন অবশেষে আবিষ্কার করেছে সেই রাজনৈতিক অধারটিকে, যার মধ্য দিয়ে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব হবে। এই সর্বশেষ শর্তটি ছাড়া কমিউনের গঠনতন্ত্র গড়ে ওঠা ছিল অসম্ভব এবং মিথ্যা মরীচিকা।"

যে রাজনৈতিক রূপের মাধ্যমে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারে, কল্পনাবিলাসী ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীরা সেই রূপ 'আবিষ্কার' করবার জন্য ব্যস্ত ছিল। নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর ধরনের প্রশ্নটিকে একেবারেই উপেক্ষা করেছে। আধুনিক সোসাল-ডেমোক্র্যাট সুবিধাবাদীরা পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাঠামোকেই চরম সীমা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা মনে করে এই রূপকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এই 'বিগ্রহের' দ্বারে ধর্না দিয়ে তারা কপাল ফাটিয়ে ফেলেছে এবং এইসব কাঠামো ভেঙে ফেলবার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকে তারা নৈরাজ্যবাদ বলে অপবাদ দিচ্ছে।

সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাষ্ট্র অবলুপ্ত হতে বাধ্য এবং তার অবলুপ্তির মধ্যবর্তী পর্বে (রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ) 'শাসক শ্রেণি রূপে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণি' রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ স্তরের রাজনৈতিক রূপ 'আবিষ্কার' করতে মার্ক্স আত্মনিয়োগ করেননি। ফ্রান্সের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার কাজে মার্ক্স নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ১৮৫১ সালের ঘটনাবলি যে উপসংহারে পৌঁছেছিল, অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিনাশের অভিমুখে ঘটনাবলির অগ্রগতির আলোচনাতেই মার্ক্স পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।

সর্বহারা শ্রেণির বৈপ্লবিক গণআন্দোলন যখন বিস্ফোরণের আকার নিল, সে-আন্দোলন ব্যর্থ এবং ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী হলেও, তার সুস্পষ্ট দুর্বলতা সত্ত্বেও সেই আন্দোলন যে রাষ্ট্র-রূপকে আবিষ্কার করল, মার্ক্স তা পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের ফলে 'অবশেষে আবিষ্কৃত' হল রাষ্ট্রের সেই নতুন রূপ যার আধারে শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করবার জন্য সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা কমিউন প্রতিষ্ঠা করা। এই কমিউনই 'অবশেষে আবিষ্কৃত' সেই রাজনৈতিক রূপ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থান গ্রহণ করতে পারে এবং অবশ্যই করবে।

আমরা পরে দেখব, ১৯০৫ ও ১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লব ভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভিন্ন অবস্থায় কমিউনের কাজকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং মার্ক্সের প্রতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণের যথার্থতা প্রমাণ করছে। (চলবে)

---

* এশিয়া মাইনরে গ্রিক-অধ্যুষিত আইওনিয়াতে বারোটি নগরের মধ্যে একটি ছিল এফেসস। সেখানে আর্তেমিসদেবীর একটি মন্দির ছিল। জনশ্রুতি আছে, গ্রিসে মাকেদনএ পরবর্তী কালের দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেক্সান্দর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সেইদিন রাত্রিতে হেরোস্ট্র্যাটাস নামক এক ব্যক্তি বিখ্যাত হবার বাসনায় এফেসস-এ আর্তেমিসদেবীর মন্দিরটি পুড়িয়ে দেয়।

# আত্মহত্যার পথে অন্নদাতারা

এ রাজ্যে সম্প্রতি পরপর কয়েকজন চাষির মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ জন্য সরকারি নীতিকে দায়ী করেছেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)-এর রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। তিনি বলেন, পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নিমদহ অঞ্চলের আলুচাষি রূপ সনাতন ঘোষের আত্মহত্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ধার করে তিনি দু'বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলেন।

সাম্প্রতিক অকালবৃষ্টিতে সদ্য লাগানো আলু পচে নষ্ট হয়ে যায়। গত বছরও ধার নিয়ে চাষ করে একই ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। সেই ধার এখনও শোধ হয়নি, তার উপর আবার ঋণ নিতে হয়েছে। এর ফলে প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে ৯ ডিসেম্বর তিনি আত্মহননের মর্মান্তিক পথ বেছে নেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের বাপি ঘোষও ধার করে এবার চার বিঘা জমিতে আলু চাষ করেন। তাঁরও চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। মানসিক অবসাদে তিনিও ৮ ডিসেম্বর রাতে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বাঁচানোর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ১০ ডিসেম্বর হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

**কালোবাজারি**

আলু চাষ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৪০-৪৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এই চাষে প্রচুর পরিমাণ মিশ্র সার প্রয়োজন হয়, যার ৫০ কেজি বস্তার সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য ১৪৭০ টাকা। কিন্তু বাজার থেকে চাষিদের কিনতে হচ্ছে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকায়। এভাবে প্রশাসনের নাকের ডগায় রমরমিয়ে চলছে সারের কালোবাজারি। সরকার নির্বিকার। তা ছাড়া সিন্ডিকেটগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা আলুর বীজ অস্বাভাবিক চড়া দামে চাষিকে কিনতে হচ্ছে। এই কালোবাজারি চক্রের সঙ্গে শাসক দলের যোগসাজশ রয়েছে। ফলে কৃষক শোষণের এই চক্রটি বেপরোয়া।

**বিমার মাধ্যমে প্রতারণা**

কৃষক শোষণের নতুন প্রকরণ শস্যবিমা। আলু চাষের সময় চাষিরা সরকারি নিয়ম বিধি মেনে ফসল বিমা করেন। কিন্তু ঘটনা হল, প্রাকৃতিক কারণে ফসলের ক্ষতি হলেও চাষি ক্ষতিপূরণ পায় না। কৃষি ক্ষেত্রে সরকার বিমার দায়িত্ব বেসরকারি কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। কোম্পানির প্রতিনিধিরা ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্ভে করে কৃষি দপ্তরে রিপোর্ট দিয়ে বলে থাকেন, যে পরিমাণ ক্ষতি হলে (একটি ব্লকে ৫০ ভাগের বেশি) চাষি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য, সেই পরিমাণ ক্ষতি হয়নি। এই ভাবে চূড়ান্ত কৃষক বিরোধী নিয়ম দাঁড় করিয়ে চাষিকে ঠকানো চলছে।

**ফড়েদের শোষণ**

ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া চাষির বরাবরের সমস্যা। চাষি আলু তোলার সময় ৩ থেকে ৫ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়, যে আলু পরবর্তীকালে চাষি সহ সকলেই ২০-২৫ টাকা কেজি দরে কিনতে বাধ্য হয়। রাজ্য সরকারের কাছে এআইকেকেএমএস দাবি করেছে, সরকার চাষির কাছ থেকে লাভজনক দামে আলু কিনে, গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সস্তায় বিক্রির ব্যবস্থা করুক। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতো একই রাস্তায় হাঁটছে। হিমঘর মালিক ও আলু সিন্ডিকেটগুলোর স্বার্থে তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করছে না।

**ঋণের বোঝা**

এআইকেকেএমএস-এর আরও দাবি, কৃষি উন্নয়ন সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো থেকে চাষিরা বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যে ঋণ নিয়েছে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার তা সব মকুব করে দিক। কিন্তু কোনও সরকারই চাষির এক টাকাও ঋণ মকুব করেনি। অথচ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার অতীতে কংগ্রেস সরকারের মতো আদানি আম্বানি সহ হাতেগোনা কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানিকে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছে। এই হল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। এরা সকলেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। চাষির দুঃখ, বেদনা, আত্মহত্যা এদের স্পর্শ করে না। সরকারি কর্তারা দায় এড়াতে বেমালুম বলে দেয় পারিবারিক কারণে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু চাষি এবং আমজনতা কঠিন সত্য কথাটি জানে। সত্যটি হল সরকার ডঃ স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ফসলের এমএসপি নির্ধারণ করা ও তাকে আইনসঙ্গত করার মতো জরুরি কাজটি করেনি, ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ তুলতে না পেরে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন চাষিরা। তাই আলুচাষির আত্মহত্যা বেদনাদায়ক হলেও সরকারের কাছে নতুন কোনও ঘটনা নয়, আত্মহত্যার মিছিলে সংযোজন মাত্র। দেশ জুড়ে এই মৃত্যুমিছিলের দৈর্ঘ্য অনেক। প্রায় ১৮ লক্ষ চাষি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আত্মহত্যা করেছে।

এআইকেকেএমএস-এর দাবি, আত্মঘাতী আলুচাষি রূপসনাতন ঘোষ ও বাপি ঘোষের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক এবং অকাল বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের বিঘা প্রতি ৩০ হাজার টাকা ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের বিঘা প্রতি ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কোনও মৃত্যুরই ক্ষতিপূরণ হয় না। এটা অসহায় পরিবারকে সামান্য সহযোগিতা মাত্র। কৃষকমৃত্যু আটকাতে হলে ফসলের লাভজনক দামের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। বন্ধ করতে হবে কৃষক বঞ্চনার বিচিত্র প্রক্রিয়া। আর দাবি আদায়ের জন্য কৃষকদের সংগঠিত হতে হবে গণআন্দোলনের ময়দানে।

# ধরনায় চিটফান্ড প্রতারিতরা

চিটফান্ড কোম্পানির কেলেঙ্কারিতে সর্বস্বান্ত ৫ হাজার মানুষ ২০ ডিসেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি রোডে প্রবল শীতের মধ্যে ধরনায় সামিল হলেন। দাবি তুললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৯ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমতো টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া এখনই শুরু করতে হবে।

২০১৩ সালের শুরুতে এ রাজ্য সহ সারা দেশে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির কথা সামনে আসে। যা স্বাধীনতার পর সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি। দেশের ৭০ ভাগ চিটফান্ড কোম্পানির ঘাঁটি ছিল এ রাজ্যে। এখান থেকে তারা আনুমানিক ৩ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ করেছে। সরকার চাইলে ২০১৩ সালেই দ্রুত চিটফান্ড কোম্পানিগুলোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে তাদের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারত, তা না করায় আজও কোটি কোটি সর্বস্বান্ত মানুষ টাকা ফেরত পাননি। সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যে রাজ্যে হাইকোর্টে চলা মামলাগুলো নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিকে টাকা ফেরতের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকরা টাকা ফেরত পাননি। কোটি কোটি আমানতকারীর সাথে এটা সরকারের এক মারাত্মক প্রতারণা।

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৪-তে বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারের নেতৃত্বে ওয়ানম্যান কমিটি গঠিত হয়। কমিটি এ পর্যন্ত ৫৪টি কোম্পানির কিছু সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে সর্বস্বান্ত মানুষদের একটি অংশকে টাকা ফেরত দিতে পেরেছে। এ রাজ্য সহ সারা দেশে অন্তত ৩৫ কোটি মানুষের প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ হয়েছে।

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁরা পুনরায় সরকারে আসীন হলে চিটফান্ড সমস্যা সমাধান হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২০১৯ সালের ২৬ জুন বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করবেন। কেউ প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। অথচ বিগত ১৪ বছরে সরকার শিল্পপতি ও কর্পোরেটদের ব্যাঙ্কঋণ ও ট্যাক্স মকুব করেছে ২৭ লক্ষ কোটি টাকা। এদের ঋণখেলাপিতে দেশের মানুষের টাকা লুঠ হয়েছে। কিছু ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে, উঠে গেছে বিগত ৫-৬ বছরে।

দেশের মানুষের টাকা সরকারি কোষাগার থেকে লুঠ হয়েছে। ইতিমধ্যে এ রাজ্যে তিন শতাধিক মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। কোটি কোটি সর্বস্বান্ত মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য ও দেশ জুড়ে চরম বেকারত্বের সমাধানের কোনও দায় সরকার না নেওয়ায়, সাধারণ ঘরের যে লাখ লাখ বেকার যুবক যুবতী কোম্পানিগুলোর ফাঁদে পড়ে সাধারণ এজেন্টের কাজ করেছেন, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত। সংগঠনের দাবি, সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো অবিলম্বে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। না হলে সর্বস্বান্ত কোটি কোটি মানুষ মরণপণ লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হবে।

# দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ছাত্রশিবির

এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠার সাত দশক পূর্তির প্রাক্কালে জেলায় জেলায় চলছে রাজনৈতিক অনুশীলন শিবির। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এআইডিএসও-র ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সংগঠনের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর ক্যানিং টাউনে রাজনৈতিক ছাত্রশিবির অনুষ্ঠিত হয় (ছবি)। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল কলেজ থেকে বাছাই করা ৩০ জন ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে এই শিবির হয়। সমসাময়িক সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের নানা সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের প্রশ্নের ভিত্তিতে সামগ্রিক আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অনুমিতা পানি ও সন্দীপন জানা।

বারুইপুর সাংগঠনিক জেলায় অনুষ্ঠিত অনুশীলন শিবিরে মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড সুমন দাস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ব্রতীন দাস।

## স্বৈরাচারী পদক্ষেপ

*একের পাতার পর*

গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষকে আহ্বান করছি, গণতান্ত্রিক নিয়মনীতিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং তাদের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24



# মন্ত্রীর কাছে দাবি আইসিডিএস কর্মীদের

পোষণ ট্র্যাকারের কাজের জন্য সেন্টারের নামে অ্যানড্রয়েড সেট, সিমকার্ড দেওয়া, কর্মী-সহায়িকাদের খাবার পাওয়ার অধিকার রক্ষা, কর্মরত অবস্থায় মৃতদের উত্তরাধিকারীদের চাকরি দেওয়া, মাসিক ২৮ হাজার টাকা বেতন ও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের ডাকে হাজার হাজার কর্মী ও সহায়িকার বিশাল মিছিল হল কলকাতায়। ২০ ডিসেম্বর নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের ডাইরেক্টর, মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন। এর আগে তারা এসপ্ল্যানেডে চৌরঙ্গী মোড় অবরোধ করেন। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

## বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে
# ১২ দফা দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ১২ দফা দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহে নেমেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ শুধু নয়, তাদের দশ বছরের শাসনে একের পর এক জনবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সরকারের পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতা থেকে নজর ঘোরাতে ধর্মসভা, মন্দির তৈরি, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটাচ্ছে বিজেপি। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকারগুলিও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে। চলছে সীমাহীন দুর্নীতি।

অপর দিকে বিজেপির বিরোধী বলে প্রচারিত ইন্ডিয়া জোট ভোট রাজনীতির মধ্যেই নিজেদের আটকে রেখেছে। জনজীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তাদেরও আলাদা কোনও কর্মসূচি নেই। তথাকথিত বৃহৎ বামদলগুলিও এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী হওয়ার লোভে এদের সঙ্গেই সামিল হয়েছে। এই অবস্থায় নীতি-আদর্শহীন এই রাজনীতির বিকল্প হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গণআন্দোলনের সংগ্রামী ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ১২ দফা দাবিতে দেশ জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব সহ অসংখ্য সঙ্কটে বিপর্যস্ত দেশের জনসাধারণের স্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র দলের পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া হবে রাষ্ট্রপতির কাছে। সেখানে সুনির্দিষ্ট ভাবে দাবি করা হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে, সকলের জন্য কাজ, বিনামূল্যে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো চলবে না। অরণ্য সংরক্ষণের নামে আদিবাসীদের অধিকার হরণকারী আইন বাতিল করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম-কোড বাতিল করা, সকল কৃষিপণ্যের এমএসপি নির্ধারণ করা, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দুর্নীতির তদন্ত করা প্রভৃতি দাবির পাশাপাশি ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও রাজনীতির বাইরে রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

ইতিমধ্যেই কর্মী-সমর্থকরা পূর্ণ উদ্যমে স্বাক্ষর সংগ্রহে নেমেছেন। সাধারণ মানুষও এর মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছেন ভোট-রাজনীতির বিকল্প গণআন্দোলনের সংগ্রামী রাজনীতি। নিছক ভোট রাজনীতি, সরকার বদল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বদল ঘটে না, এর জন্য যে শক্তিশালী আন্দোলন চাই, মানুষ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছেন। ফলে হতাশা নয়, উন্নত নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে শক্তিশালী গণআন্দোলন সংগঠিত করার মধ্যেই রয়েছে সঙ্কটমুক্তির পথ— এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিচ্ছেন, আন্দোলন তহবিলে সাহায্য করছেন, ফর্ম নিয়ে যাচ্ছেন জীবনযন্ত্রণায় বিপর্যস্ত তাঁদের সাথীদের স্বাক্ষর করিয়ে দেওয়ার জন্য।

## রাজ্য জুড়ে চলছে লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে শহিদ মিনার ময়দানে সমাবেশের প্রচার

## সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধের অঙ্গীকারে
# ছত্তিশগড়ে পশ্চিমাঞ্চল শিক্ষা কনভেনশন

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে এআইডিএসও-র আহ্বানে ২১ ডিসেম্বর ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমাঞ্চল শিক্ষা কনভেনশন। ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ (একাংশ) থেকে ৬০০-র বেশি ছাত্র প্রতিনিধি এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে। অন্যতম বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি মুম্বাইয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ রাম পুনিয়ানি এবং গুজরাটের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ হেমন্ত কুমার শাহ।

বক্তারা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং সংগ্রামী ছাত্রদের অভিনন্দন জানান। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখর, শিক্ষার মর্মবস্তু ধ্বংসের প্রকল্প এই জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শোষক শ্রেণির আক্রমণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং তা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশ জুড়ে চলমান আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের ছত্তিশগড় রাজ্য সভাপতি কমরেড মহেন্দ্র সাহু। সমর্থনে অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনের সভাপতি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবক হতে আহ্বান জানিয়ে দেশ জুড়ে ছাত্র কমিটি গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসতে বলেন, ফ্যাসিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

কনভেনশনে ছাত্ররা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। কনভেনশনের শৃঙ্খলা, আলোচনা এবং প্রচার পশ্চিমাঞ্চলের নাগপুর, বরোদা, মুম্বাই, জবলপুর, ইন্দোর, ভুবনেশ্বর সহ রায়পুরের নাগরিকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

# সমাবর্তন মঞ্চেও এ আই ডি এস ও-র প্রতিবাদ

*২৪ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ডিগ্রি গ্রহণ করার সময় এ আই ডি এস ও-র কর্মীরা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁরা সর্বনাশা এই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।*

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
**সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী।** ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com